# সভাপতি মহোদয়ের বাণী

বিশ্বায়নের এ যুগে কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ তথা উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে শিক্ষা। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন সম্ভব নয়। এ মহান উপলব্ধি থেকেই বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় সময়ের সাথে সঙ্গতি বিধান করে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে। ডাইনামিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য নিয়মিত অবগত হতে পারে। অভিভাবকদের ক্ষুদে বার্তা প্রেরণসহ ফলাফল প্রস্তুত, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং পাঠদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত-করণ, বাস্তবায়ন প্রচেষ্টাসহ আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়টির অংশগ্রহণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রম ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানভিত্তিক, শারীরিক ও মানসিক বিকাশসহ শিক্ষাকে টেকসই, জীবনমুখী ও প্রায়োগিক করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীরা অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া হতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাসহ নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সভাপতি, বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়
ও
সচিব, বিএডিসি
উপসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

# প্রধান শিক্ষকের বাণী

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড এবং সামগ্রিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং কর্মমুখী মানব সম্পদে পরিণত হয়। এছাড়া কার্যকর শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ কর্তব্যপরায়ণতা, শিষ্টাচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণাবলীতে ভূষিত হয় এবং মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের সামগ্রিক পথ পরিক্রমায় শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও এসেছে গতিশীলতা এবং নতুনত্ব। এ বাস্তবতাকে অনুধাবন করে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ও গ্রহণ করেছে কিছু সময়োপযোগী পদক্ষেপ, যার সফল বাস্তবায়ন ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। বিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল ও সকল প্রকার নোটিশ, উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, ক্ষুদেবার্তা এর মাধ্যমে অভিভাবকদের অবগত করা হয়। প্রি-প্রাইমারী শ্রেণির অর্থাৎ প্লে ও নার্সারি শ্রেণির জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় মনোরম শ্রেণিকক্ষ। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক পর্যায় হতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিদ্যালয়ের সম্মুখে শিশুদের খেলাধুলার জন্য রয়েছে মনোরম ছায়াঘেরা একটি প্রাঙ্গণ যা চিরন্তন বাংলা ও বাঙালি বাড়ির উঠোন বা আঙ্গিনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়াও বিদ্যালয় সংলগ্ন বিএডিসি স্টাফ কোয়ার্টারের সুবিস্তৃত খেলার মাঠেও রয়েছে খেলাধুলার জন্য অবারিত সুযোগ। আমরা বিশ্বাস করি শ্রেণিকক্ষে কার্যকর ও আকর্ষণীয় পাঠদান শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাদের শিক্ষাভীতি দূর করে। শিক্ষার্থীরা যাতে ভয়ভীতিমুক্ত পরিবেশে সকল বিষয়ে সাবলীলভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার সু-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষকমন্ডলীকে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের সুনাম এবং একাডেমিক উন্নয়নে সম্মানিত অভিভাবক মন্ডলীর সুপরামর্শ ও সহযোগিতা সানন্দে গ্রহণ করা হয়। এই প্রসপেক্টাসটি বিদ্যালয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দকে দিক নির্দেশনা দানে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি। পরিশেষে বিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মপ্রবাহে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

**মোঃ মঞ্জুর আলম**
প্রধান শিক্ষক
বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়

# বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
|---|---|---|
| ১। | ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান<br>সচিব, বিএডিসি<br>উপসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। | সভাপতি |
| ২। | জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন | শিক্ষক প্রতিনিধি |
| ৩। | জনাব মোস্তফা মারুফ | শিক্ষক প্রতিনিধি |
| ৪। | জনাব মোঃ তুষার রহমান | অভিভাবক সদস্য |
| ৫। | জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন | অভিভাবক সদস্য |
| ৬। | জনাব সাদিয়া আফরিন | অভিভাবক সদস্য |
| ৭। | জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম<br>প্রধান শিক্ষক | সদস্য সচিব |

# বিদ্যালয় পরিচিতি

ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মিরপুর-১ এর অন্তর্গত বিএডিসি স্টাফ কোয়ার্টার এর অভ্যন্তরে ছায়াঘেরা শান্ত, নিরিবিলি, প্রাকৃতিক পরিবেশবেষ্টিত, মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এক একর (১০০ শতাংশ) জায়গার উপর বিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি অবস্থিত। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের শিক্ষার প্রতি অনুরাগের ফসল হিসাবে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিএডিসি এর একটি টিনসেড ভবনে প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ম হতে ৫ম শ্রেণি) হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। এ পর্যায়ে ড. মোল্লা আজফারুল হক (প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক) এর তত্ত্বাবধানে ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকের মাধ্যমে বিদ্যালয়টির পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকদের বিএডিসি নিয়োগকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে ৫০০/- টাকা করে সম্মানী ভাতা দেয়া হতো। ১৯৮৫ সাল হতে প্রতি বছর একটি করে শ্রেণি বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রতিষ্ঠানটিকে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে বিএডিসি কর্তৃপক্ষ ১৯৮৯ সালে বিদ্যালয়ের অনুকূলে এক একর (১০০ শতাংশ) জায়গা বরাদ্দ করে। বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে নবম শ্রেণি খোলার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় এবং ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এম পি ও ভুক্ত হয় এবং ১৯৯৬ সালে দিবা ও প্রভাতী (ডাবল শিফট) পর্বে পাঠদানের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। বিএডিসি হতে বিভিন্ন সময়ে প্রেষণে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়টির শিক্ষামান উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত ছিল। বর্তমানে দুটি শিফটে প্লে হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত (নবম ও দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগ) পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু হতেই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসারে রুটিনমাফিক পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ফ্রি/ফুল ফ্রি/বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রকাশসহ বিএডিসি অনলাইন স্কুল (ফেইসবুক পেইজ) এবং বিএডিসি হাই স্কুল নামে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। খেলাধুলার জন্য রয়েছে একাধিক প্রশস্ত মাঠ। শিক্ষার্থীর শারিরীক ও মানসিক বিকাশে সকল সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম এর নিয়মিত চর্চাসহ থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে অতীতে ছিল এবং বর্তমানে আছে সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব/উপসচিব)। সরকারি বিধি মোতাবেক বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়রম্যান মহোদয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মনোনীত। বিধায় বিদ্যালয়টির সার্বিক কর্মকান্ড সরকারি নীতিমালা অনুসারে সবসময় গতিশীল থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে প্রায় ৭০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে।

## প্রধান শিক্ষকের প্রোফাইল

| নাম | মোবাইল নম্বর | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|
| মোঃ মঞ্জুর আলম | 01711-124108 | বি.কম (অনার্স),এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)<br>এমএ (ইংরেজী)<br>এম.এড (ইংরেজি ভাষা শিক্ষা), ঢাবি |

## শিক্ষক প্রোফাইল (প্রভাতী পর্ব)

| ক্র. নং. | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | রেহানা আক্তার | সহকারী প্রধান শিক্ষক | 01797-059701 | এম.এ (ইংরেজি সাহিত্য)<br>এম.এ (ইংরেজি ভাষা শিক্ষা) |
| ২ | মোঃ সাইদুল হক | সিনিয়র শিক্ষক | 01726-341399 | এমএসসি (গণিত) (১ম শ্রেণি),<br>এমএড (১ম শ্রেণি) |
| ৩ | মাও: মোঃ আবদুর রহিম | সিনিয়র শিক্ষক | 01812-163739 | এমএম (কামিল হাদিস) |
| ৪ | মোঃ মোশাররফ হোসেন | সিনিয়র শিক্ষক | 01818-406102 | এমএসসি (ভূগোল), এমএড |
| ৫ | মার্জিয়া আক্তার | সিনিয়র শিক্ষক | 01844-881609 | বিএ, বিএড (১ম শ্রেণি) |
| ৬ | আরতি বিশ্বাস | সিনিয়র শিক্ষক | 01611-335332 | এমএ (ইসলামের ইতিহাস<br>ও সংস্কৃতি), বিপিএড |
| ৭ | আয়শা সিদ্দিকা | সহকারী শিক্ষক | 01720-133660 | বিবিএস (অনার্স), এমবিএস<br>(হিসাববিজ্ঞান) ১ম শ্রেণি,<br>বিএড (১ম শ্রেণি) |
| ৮ | মাহফুজা খানম | সহকারী শিক্ষক | 01797-548124 | বিএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স<br>এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) |
| ৯ | মৌমিতা আহমেদ | সহকারী শিক্ষক | 01575-569516 | বিএসসি (অনার্স),এমএসসি<br>(গার্হস্থ্য বিজ্ঞান) (১ম শ্রেণি)<br>বিএড (১ম শ্রেণি) |
| ১০ | জালাল আহমেদ | সহকারী শিক্ষক | 01825-740471 | বিএসসি (অনার্স),এমএসসি<br>(রসায়ন) (১ম শ্রেণি) |
| ১১ | মোঃ শাহজাহান আলী | সহকারী শিক্ষক | 01710-126751 | বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি) |
| ১২ | নাফিসা জামান | সহকারী শিক্ষক | 01743-810089 | বিএসসি (অনার্স),<br>এমএসসি (উদ্ভিদবিজ্ঞান) জাবি: |
| ১৩ | কামরুন নাহার | সহকারী শিক্ষক | 01533-340720 | বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)<br>ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী এন্ড<br>ইনফরমেশন সায়েন্স |
| ১৪ | তাহমিনা বেগম | সহকারী শিক্ষক | 01994-333051 | এমএসএস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), এমএড |
| ১৫ | মাহবুবা রহমান | সহকারী শিক্ষক | 01712-677620 | বিএসসি (অনার্স), এমএসসি<br>(জীববিজ্ঞান) (১ম শ্রেণি),<br>বিএড(১ম শ্রেণি) |
| ১৬ | অপর্ণা মন্ডল | সহকারী শিক্ষক | 01591-142830 | বিএসএস, বিএড (১ম শ্রেণি) |
| ১৭ | মাহফুজা রহমান | সহকারী শিক্ষক | 01779-212555 | বিবিএস (অনার্স),<br>এমবিএস (হিসাববিজ্ঞান) |
| ১৮ | রেহানা সুলতানা | সহকারী শিক্ষক | 01766-149092 | বিএ (অনার্স),<br>এমএ (ইসলামিক স্টাডিজ) |
| ১৯ | মুক্তা দাস | সহকারী শিক্ষক | 01723-326256 | বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা) |

## শিক্ষক প্রোফাইল (দিবা পর্ব)

| ক্র. নং. | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | নাদিরা সুলতানা | সহকারী প্রধান শিক্ষক | 01745-271769 | এমএসসি (জীববিজ্ঞান), এমএড (১ম শ্রেণি) |
| ২ | মোস্তফা মারুফ | সিনিয়র শিক্ষক | 01675-062809 | এমএ (ইসলামিক ষ্টাডিজ) (১ম শ্রেণি) কামিল (১ম শ্রেণি) |
| ৩ | মোঃ রকিবুল ইসলাম | সিনিয়র শিক্ষক | 01758-574303 | বিএসসি(অনার্স), এমএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) (১ম শ্রেণি), ইবিঃ |
| ৪ | মোঃ ইয়াছিন পাশা | সিনিয়র শিক্ষক | 01716-680773 | এমএ (ইংরেজি),বিপিএড (১ম শ্রেণি) |
| ৫ | রূপালী খাতুন | সিনিয়র শিক্ষক | 01816-601747 | বিএসএস(অনার্স), এমএসএস (সমাজবিজ্ঞান), বিএড |
| ৬ | ওবাইদুল হক | সহকারী শিক্ষক | 01873-530083 | বিএসসি(অনার্স), এমএসসি(জীববিজ্ঞান) (১ম শ্রেণি) |
| ৭ | সাদিয়া আফরীন মৌসুমী | সহকারী শিক্ষক | 01710-550550 | বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা), ঢাবিঃ |
| ৮ | মারজানা খানম | সহকারী শিক্ষক | 01948-675034 | বিবিএস (অনার্স) (হিসাববিজ্ঞান) এমবিএস (হিসাববিজ্ঞান) |
| ৯ | মোঃ শাহজামাল | সহকারী শিক্ষক | 01581-185218 | বিএসসি (অনার্স),এমএসসি (গণিত) |
| ১০ | ফাতেমা বিনতে নেওয়াজ | সহকারী শিক্ষক | 01968-473732 | বিএসসি (অনার্স),এমএসসি (পদার্থবিজ্ঞান) |
| ১১ | সৈকত আচার্য্য | সহকারী শিক্ষক | 01521-205257 | এম.এ (লোক প্রশাসন) ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট |
| ১২ | মোঃ সুমন মিয়া | সহকারী শিক্ষক | 01913-753818 | বিএ (অনার্স), এমএ (ইংরেজি) বিএড (১ম শ্রেণি) |
| ১৩ | মোঃ হাফিজুর রহমান | সহকারী শিক্ষক | 01781-634544 | বিবিএস (অনার্স) (হিসাববিজ্ঞান) এমবিএস (হিসাববিজ্ঞান) |

## অফিস সহকারীবৃন্দ

| ক্র. নং. | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আকলিমা বেগম | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | 017241-09576 | বিএ, বিএড |
| ২ | মোঃ রুহুল আমিন | হিসাব রক্ষক | 01819-533169 | এইচএসসি (বি এম) |
| ৩ | মোঃ শহিদুল ইসলাম হৃদয় | কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর | 01981-358971 | বিএসসি ইন কম্পিউটার সাইন্স |

## কর্মচারিবৃন্দ

| ক্র. নং. | নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | জামিলা খাতুন | এম এল এস এস | 01739-686072 | ৮ম শ্রেণি |
| ২ | মোঃ হাফিজ উল্লাহ | এম এল এস এস | 01686-885793 | ৮ম শ্রেণি |
| ৩ | মোঃ বাদশা মিয়া | এম এল এস এস | 01621-727336 | ৮ম শ্রেণি |
| ৪ | তাহমিনা বেগম | এম এল এস এস | 01799-427939 | ৮ম শ্রেণি |
| ৫ | মোছাঃ লিজা আক্তার | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | 01778-234581 | ৮ম শ্রেণি |
| ৬ | রাজু বাসফোর | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | 01716-478535 | ৮ম শ্রেণি |

# প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

(১) দুই শিফটের মাধ্যমে (প্রভাতী ও দিবা) প্লে গ্রুপ হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(২) শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশসহ জীবন দক্ষতাভিত্তিক পাঠদান প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(৩) নির্বাচনী পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষা ব্যতীত সকল পরীক্ষার খাতা অভিভাবকদের নিকট শ্রেণি শিক্ষকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রতি বছর শ্রেণিভিত্তিক অভিভাবক দিবস পালন করা হয়।

(৪) লেসন প্লান ও লেসন রেকর্ড নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয়। দুর্বল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) সুবিশাল কম্পিউটার ল্যাবে আইসিটি বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

(৬) মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। বিদ্যালয়ের ডায়নামিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল তথ্য ও নোটিশ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

(৭) এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য মেধানুসারে বিভাজন করে বিশেষ ব্যবস্থায় পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(৮) প্রতি বছর শিক্ষা সফর/বনভোজনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা হয়।

(৯) বিএডিসি পোষ্যদের বেতনের অংশবিশেষ মওকুফের সুবিধা আছে।

(১০) সরকারি বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হয়।

(১১) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(১২) কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(১৩) বেতন ও বিভিন্ন প্রকার ফি মোবাইল ব্যাংকিং ও সফটওয়্যার এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।

(১৪) অভিভাবকদের বসার জন্য অভিভাবক ছাউনির সু-ব্যবস্থা আছে।

(১৫) বিজ্ঞান মেলা, ল্যাংগুয়েজ ক্লাব, লিটারেচার ক্লাব এবং ডিবেটিং ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(১৬) স্কাউট ও গার্লস গাইড কার্যক্রম রয়েছে।

(১৭) শিক্ষকদের জন্য রয়েছে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা। পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা করা হবে।

(১৮) উচ্চ শিক্ষা শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনে ভিত রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(১৯) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রয়েছে একাধিক সুবিশাল মাঠ।

(২০) শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব গুণাবলী বিকাশে শ্রেণিকক্ষে দিনভিত্তিক ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হয় (Captain of the day)

# বিধি-বিধান

## ভর্তি প্রক্রিয়া, যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

ক) প্লে ও নার্সারি শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সরাসরি ভর্তি করা হয়।

খ) ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে শুন্য আসনে ভর্তি করা হয়।

গ) শিক্ষার্থীর অবশ্যই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকতে হবে।

ঘ) যে শ্রেণিতে ভর্তি হবে তার পূর্ববর্তী শ্রেণির ছাড়পত্র ও জন্ম সনদ জমা দিতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন কার্ড/ বোর্ড প্রদত্ত রোল সীট জমা দিতে হবে।

ঙ) ৪র্থ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক।

চ) ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর অবশ্যই পূর্ববর্তী শ্রেণির প্রোগ্রেস রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

ছ) ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬$^{+}$ বছর হতে হবে।

বিঃ দ্রঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ভর্তির যোগ্যতা পরিবর্তনযোগ্য।

## পোশাক পরিচ্ছদ/ ইউনিফর্ম

বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত স্কুল ড্রেস, পরিচয়পত্র পরিধান করে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আসতে হয়।

ক) ছেলেদের পোশাক ঃ নেভি ব্লু প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা কেড্স ও মোজা।

খ) মেয়েদের পোশাক ঃ নেভি ব্লু কলারসহ কামিজ, সাদা সালোয়ার, সাদা কেড্স ও মোজা, সাদা স্কার্ফ।

গ) ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের প্যান্টের সাথে কালো বেল্ট থাকবে।

ঘ) ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের সাদা স্কার্ফ পরতে হবে।

ঙ) শীতকালে নেভি ব্লু সোয়েটার পরতে হবে।

## সময় বিন্যাস

শিক্ষাবর্ষকে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন-এ দুভাগে ভাগ করা হয়। গ্রীষ্মকালীন সময়কাল ১ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর। শীতকালীন সময়কাল ১ নভেম্বর থেকে ৩১ মার্চ।

## শিফট/পর্ব

**ক) প্রভাতী পর্ব ঃ**

গ্রীষ্মকালীন আগমন সকাল ৭:০০ মিঃ, ছুটি ১২:০৫ মিঃ। শীতকালীন আগমন সকাল ৭:১৫ মিঃ, ছুটি ১২:০০ মিঃ। প্লে থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে এবং ৪র্থ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শুধুমাত্র ছাত্রীদের পাঠদান করা হয়।

**খ) দিবা পর্ব ঃ**

গ্রীষ্মকালীন আগমন দুপুর ১২:০০, ছুটি ৫:২৫ মিঃ। শীতকালীন আগমন দুপুর ১২:০০ মিঃ, ছুটি ৪:৪৫ মিঃ। ৪র্থ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শুধুমাত্র ছাত্রদের পাঠদান করা হয়।

বিঃ দ্রঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ক্লাসের সময়সূচী নির্ধারিত হয়।

## শিক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশাবলী

একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর পরিচয় কেবল তার উত্তম ফলাফলেই নয়, সামগ্রিক আচার-আচরণ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যেককে ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও শালীন হতে হয় তাই-

ক) ছাত্রদের চুল ছোট রাখতে হয়।

খ) সিনিয়র ও জুনিয়র শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছোট/ বড় ভাই ও বোনের মত সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়।

গ) স্কুল ছুটির পর সুশৃঙ্খলভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়।

ঘ) প্রভাতী পর্বের ছুটির পর দিবা পর্বের ছাত্ররা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে।

***** বিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।**

## উপস্থিতি ও সমাবেশ

ক) প্রভাতী ও দিবা শাখার সকল শিক্ষার্থীকে ক্লাস শুরু হওয়ার ১৫ মিঃ পূর্বে সমাবেশে উপস্থিত হতে হয় এবং সমাবেশ শেষে নিজ নিজ ক্লাসে নির্দিষ্ট সিটে সুশৃঙ্খলভাবে বসতে হয়।

খ) স্কুলে এসে কোন শিক্ষার্থী অহেতুক বারান্দায়, মাঠে, গাছতলায় শহিদ মিনারে বসা বা ঘুরাফেরা করা নিষিদ্ধ।

গ) টিফিন চলাকালীন অনুমতি ব্যতীত কোন শিক্ষার্থীর বহিরাগমন নিষিদ্ধ।

## অনুপস্থিতি ও ছুটি

ক) কোন শিক্ষার্থী ক্লাসে বিনা অনুমতিতে একটানা ১০ দিন অনুপস্থিত থাকলে ভর্তি বাতিল হবে। অভিভাবক কর্তৃক সন্তোষজনক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ বার পুনঃভর্তি করা যায়। পরবর্তীতে অনুরূপভাবে অনুপস্থিত থাকলে ভর্তি বাতিল হয়।

খ) প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিনা অনুমতিতে ক্লাসে অনুপস্থিতির জন্য দৈনিক ২৫/- টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়। কোন শিক্ষার্থী স্কুলে উপস্থিত হয়ে ক্লাস থেকে বিনা অনুমতিতে চলে গেলে অর্থাৎ স্কুল পালালে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হয়।

গ) কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে অথবা কোন বিশেষ কারণে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে প্রকৃত অভিভাবকের শ্রেণি শিক্ষকের সাথে ফোনে/সরাসরি যোগাযোগ করতে হয় এবং তার স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনের মাধ্যমে ছুটি মঞ্জুর অথবা জরিমানা মওকুফ করা হয়।

ঘ) পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নাই।

ঙ) বিশেষ বিবেচনায় প্রকৃত অভিভাবকের আবেদনক্রমে শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) দিন ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। তবে পরীক্ষার সময় কোন ছুটি মঞ্জুর করা হয় না।

চ) শতভাগ উপস্থিতির জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

## বহিষ্কার/ ভর্তি বাতিল

নিম্নোক্ত যে কোন কারণে পূর্ব সতর্কীকরণ ছাড়াই যে কোন শিক্ষার্থীকে স্কুল হতে বহিষ্কার বা ভর্তি বাতিল করা হতে পারে-

ক) স্কুলে দীর্ঘ অনুপস্থিতি।

খ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা অথবা পর পর দুটি পরীক্ষায় ফেল করা।

ঘ) কারো সাথে অসদাচরণ করা।

ঙ) ধূমপান বা মাদক গ্রহণ করা/চারিত্রিক অবনতি ঘটলে।

চ) আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কোন কাজ করা বা জড়িত থাকা।

ছ) জেনে শুনে স্কুলের সম্পদের ক্ষতি করা। বিদ্যালয়ের সম্পদের ক্ষতি করলে উক্ত সম্পদের মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

## বেতন, সেশন চার্জ ও অন্যান্য ফি

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ও সেশন চার্জ ২০২৫ সাল থেকে নিম্নরূপঃ

| শ্রেণি | পোষ্য | অপোষ্য |
|---|---|---|
| প্লে-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সেশন | ৪০০০/- | ৫০০০/- |
| প্লে-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক বেতন | ৫০০/- | ৬০০/- |
| ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক বেতন | ৫৫০/- | ৬৫০/- |

## বার্ষিক অন্যান্য ফিঃ

১. গার্হস্থ্য / কৃষিবিজ্ঞান / পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ব্যবহারিক ফি (বছরে একবার) ৫০০/= টাকা।

২. ভর্তি ফি ( শুধুমাত্র নতুন ভর্তিচ্ছুদের জন্য) : এক মাসের বেতনের সমান।

৩. আইটি ফি (ফোন, ম্যাসেজ, ভিজিট, প্রসপেক্টাস) : প্লে হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩০০/= এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০০/=

## পরিশোধের নিয়মাবলীঃ

ক) শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ও ফি নির্ধারিত দিন ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না।

খ) চলতি মাসের মধ্যে বেতন যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রতি বকেয়া মাসের জন্য ৫০/- টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

গ) সেশন চার্জ সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভেই এককালীন দিতে হয়।

ঘ) প্রতি পরীক্ষার ফি নিজ নিজ শ্রেণির মাসিক বেতনের সমপরিমাণ যা প্রবেশপত্র সংগ্রহের পূর্বেই দিতে হয়। তবে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ফি মাসিক বেতনের অর্ধেক।

ঙ) ছাড়পত্র ফি নিজ নিজ শ্রেণির এক মাসের বেতনের সমান। প্রশংসাপত্র/প্রত্যয়নপত্র ফি ২০০/- টাকা।

চ) পাবলিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট গ্রহণ বাবদ কোন ফি প্রদান করতে হয় না।

**বিঃ দ্রঃ-** প্লে-৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত অর্ধ বেতন/ বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ নেই (একাধিক ভাইবোন না থাকলে)।

## মূল্যায়ন/পরীক্ষা

২টি টিউটোরিয়াল, অর্ধবার্ষিক/প্রাক-নির্বাচনী, নির্বাচনী ও বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শ্রেণি অভীক্ষা ও বিশেষ মডেল টেস্টের আয়োজন করা হয়। প্রতি পরীক্ষার ফি নিজ নিজ শ্রেণির মাসিক বেতনের সমপরিমাণ তবে টিউটরিয়াল পরীক্ষার ফি মাসিক বেতনের অর্ধেক।

## ফলাফল ও প্রমোশন বিধি

ক) সকল পরীক্ষার গড় ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ষিক ফলাফল ও মেধা তালিকা নির্ধারণ করা হয়। পাঠোন্নতিপত্রের মাধ্যমে অভিভাবকদেরকে সকল পরীক্ষার ফলাফল জানানো হয়।

খ) ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেই নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়।

গ) নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোন শিক্ষার্থীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দেয়া হয় না।

ঘ) বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অভিভাবককে ফলাফল অবহিত করা হয়।

## অভিভাবকদের করণীয়ঃ

ক) ছেলে-মেয়েকে সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেয়া এবং ছুটি শেষে বাড়ি নেয়ার কাজ অভিভাবকদের নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হয়।

খ) সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ, বই-খাতা ইত্যাদি যথাসময়ে সরবরাহ করতে হয়।

গ) বিশেষ প্রয়োজনে কেবলমাত্র মা-বাবা এবং আপন ভাই-বোন শিক্ষার্থীকে বাসায় নিতে পারবে।

গ) যথাসময়ে মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি পরিশোধ করতে হয়।

ঘ) ছেলে-মেয়ের শিক্ষার অগ্রগতি, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে শ্রেণি শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করা যায়।

ঙ) অভিভাবকদের নমুনা স্বাক্ষর ও বর্তমান ঠিকানা যথাসময়ে পৌঁছে দিতে হয়।

চ) বিদ্যালয় থেকে প্রদত্ত সিলেবাস ও চিঠিপত্রের উপর গুরুত্ব প্রদান ও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত।

ছ) অগ্রিম ছুটি বা অনুপস্থিতিজনিত ছুটি অথবা জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদনপত্র অভিভাবকের নমুনা স্বাক্ষর ছাড়া গ্রহণ করা হয় না।

জ) লেখা-পড়ার অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য ও স্বাক্ষর করে (নমুনা স্বাক্ষর) যথাসময়ে শিক্ষার্থীর মাধ্যমে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হয়।

ঝ) পরীক্ষার খাতার উপর মন্তব্য ও স্বাক্ষর (নমুনা স্বাক্ষর) করে অভিভাবক দিবসে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট ফেরত দিতে হয়।

ঞ) পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোন অভিভাবক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।

# বিগত ৫ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ঃ

| পরীক্ষা সন | ফল ফল | | | জিপিএ ভিত্তিক সংখ্যা | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পরীক্ষার্থী সংখ্যা | উত্তীর্ণ (সংখ্যা) | অনুত্তীর্ণ (সংখ্যা) | শতকরা পাশের হার | A+ | A | A- | B | C | D |
| ২০২০ | ১০২ | ৯৬ | ০৬ | ৯৪% | ১২ | ৩১ | ৩০ | ২২ | ০২ | ০০ |
| ২০২১ | ৯৮ | ৯৩ | ০৫ | ৯৫% | ০৭ | ২৬ | ২২ | ২০ | ১৮ | ০০ |
| ২০২২ | ১১৫ | ১০৬ | ০৯ | ৯২% | ২১ | ৩৯ | ২২ | ১৮ | ০৬ | ০০ |
| ২০২৩ | ৮০ | ৬৮ | ১২ | ৮৫% | ০৫ | ২৮ | ১৪ | ১৫ | ০৮ | ০০ |
| ২০২৪ | ৬৯ | ৬৮ | ০১ | ৯৯% | ০৬ | ২৪ | ২৩ | ১৩ | ০৩ | ০০ |